#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত
EDITORIAL EXPLAINED
for

IAS মেইনস পরীক্ষা

13th April to 18th April 2026

সূচক

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ১** — **01**
   1.1. ভূগোল — 01
      1.1.1. শুষ্ক দিন সামনে: ভারতের বৃষ্টিপাত ঘাটতিজনিত মৌসুমি বায়ুর প্রস্তুতি — 01
2. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** — **06**
   2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা — 06
      2.1.1. ভারতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ: নারী সংরক্ষণের ঊর্ধ্বে ফেডারেল সাম্যের প্রকৃত পরীক্ষা — 06
      2.1.2. ভারতের সংবিধান সংশোধন: প্রক্রিয়া, ধারা ৩৬৮ এবং মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব — 10
      2.1.3. ভারতের জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন: বিশ্ব গ্রামীণ উন্নয়ন কূটনীতির রূপকার — 14
3. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** — **20**
   3.1. অর্থনীতি — 20
      3.1.1. ভারতের ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত শ্রেণি: প্রকৃত গতিশীলতা ছাড়াই প্রবৃদ্ধি — 20

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ১

1.1. ভূগোল

1.1.1. শুষ্ক দিন সামনে: ভারতের বৃষ্টিপাত ঘাটতিজনিত মৌসুমি বায়ুর প্রস্তুতি

ভূমিকা

- ভারতের **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু** (জুন-সেপ্টেম্বর) দেশের কৃষি, জল নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির **জীবনরেখা (Lifeline)**। এটি দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় **৭০ শতাংশ** সরবরাহ করে এবং সরাসরি বৃষ্টি-নির্ভর কৃষির ওপর নির্ভরশীল অর্ধ-বিলিয়নেরও বেশি মানুষের জীবিকা নির্বাহ করে।
- টানা দুই বছর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের পর, **ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর (IMD)** ২০২৬ সালের মৌসুমি ঋতুর জন্য **৮ শতাংশ বৃষ্টিপাত ঘাটতি** (±৫% অনিশ্চয়তার মার্জিনসহ) পূর্বাভাস দিয়েছে—যা একটি বিশেষ পরিস্থিতি এবং এর জন্য জরুরি নীতিগত মনোযোগ, বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি অত্যন্ত আবশ্যক।

বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিন্যাস এবং তার ধারণা

ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাতকে **লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ (LPA)**-এর সাপেক্ষে শ্রেণিবদ্ধ করে। বর্তমানে ১৯৭১-২০২০ সালের গড় বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে জুন-সেপ্টেম্বর সময়কালের জন্য LPA নির্ধারণ করা হয়েছে **৮৭ সেমি**। প্রধান বিভাগগুলি হলো:

- **স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (Normal Rainfall):** LPA-এর **৯৬ শতাংশ থেকে ১০৪ শতাংশ**। এই বছরগুলোতে কৃষি উৎপাদন স্থিতিশীল থাকে এবং অর্থনীতি আবহাওয়াগত ধাক্কা থেকে সুরক্ষিত থাকে।
- **স্বাভাবিকের বেশি / অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত (Above Normal / Excess):** LPA-এর **১০৪ শতাংশের বেশি**। এটি ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের জন্য ভালো হলেও বন্যা এবং ফসলের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- **স্বাভাবিকের নিচে বৃষ্টিপাত (Below Normal):** LPA-এর **৯০ শতাংশ থেকে ৯৬ শতাংশ**। এটি আর্দ্রতার ঘাটতির সংকেত দেয়।
- **ঘাটতি বৃষ্টিপাত (Deficient Rainfall):** জাতীয় স্তরে LPA-এর **৯০ শতাংশের কম**। এটি সাধারণত খরা পরিস্থিতি এবং খরিফ চাষে বিঘ্ন ঘটার সাথে জড়িত।

খরার শ্রেণিবিন্যাস: ভারতীয় প্রেক্ষাপটে খরাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়:

১. **আবহাওয়াগত খরা:** বৃষ্টিপাতের অভাব।

২. **জলতাত্ত্বিক খরা:** জলাশয় ও ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর কমে যাওয়া।

৩. **কৃষিগত খরা:** মাটির আর্দ্রতা কমে ফসল বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।

৪. **আর্থ-সামাজিক খরা:** যখন জলসংকট খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২০১৫ সালে IMD-এর পূর্বাভাস ছিল ৯৩% (স্বাভাবিকের নিচে), কিন্তু বাস্তবে বৃষ্টি হয়েছিল ৮৬% (ঘাটতি)। এটি প্রমাণ করে যে "স্বাভাবিকের নিচে" পূর্বাভাসও দ্রুত খরা পরিস্থিতিতে মোড় নিতে পারে।

মৌসুমি বায়ুর কার্যপদ্ধতি: মহাসাগর-বায়ুমণ্ডলের সংযোগ

ভারতের গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু মূলত স্থলভাগ ও জলভাগের **তাপমাত্রার পার্থক্যের** (Differential Heating) কারণে ঘটে। তবে এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন বৈশ্বিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়:

ক. এল নিনো (El Niño)

প্রশান্ত মহাসাগরের কেন্দ্রীয় ও পূর্ব নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের **অস্বাভাবিক উষ্ণায়ন**।

- **প্রক্রিয়া:** এল নিনোর সময় **ওয়াকার সার্কুলেশন** (Walker Circulation) দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বায়ুর নিম্নগামী চলন ঘটে, যা মৌসুমি বায়ুকে দুর্বল করে দেয়।
- **প্রভাব:** এটি ভারতে **বৃষ্টিপাতের ঘাটতি** ঘটায়। ১৯৫০ সাল থেকে ১৬টি এল নিনো বছরের মধ্যে ৯ বারই ভারতে খরা বা ঘাটতি দেখা গেছে।
- **২০২৬ প্রেক্ষাপট:** ২০২৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এল নিনো ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খ. লা নিনা (La Niña)

এটি এল নিনোর বিপরীত অবস্থা, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের জল **অস্বাভাবিক শীতল** থাকে।

- **প্রভাব:** লা নিনা বছরগুলোতে ভারতে সাধারণত **স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত** হয়।

গ. ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল (IOD) - পাল্টা ব্যবস্থা

একে 'ভারতীয় এল নিনো' বলা হয়। এটি ভারত মহাসাগরের পশ্চিম ও পূর্ব অংশের তাপমাত্রার পার্থক্য।

- **পজিটিভ IOD (Positive IOD):** যখন পশ্চিম ভারত মহাসাগর উষ্ণ থাকে। এটি এল নিনোর নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে **বৃষ্টিপাত বাড়াতে** সাহায্য করে।
- **নেগেটিভ IOD (Negative IOD):** এটি ভারতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি এবং খরার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

ঘ. মাডেন-জুলিয়ান অসিলেশন (MJO) — আন্তঃঋতু নিয়ন্ত্রক:

এটি নিরক্ষীয় ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে **পূর্ব দিকে অগ্রসরমান** একটি বায়ুমণ্ডলীয় ব্যবস্থা, যা **৩০-৬০ দিনের** চক্রে মেঘের ঘনত্বের (convection) বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটায়।

- **ভারত মহাসাগরের ওপর সক্রিয় পর্যায় (Active Phase):** এটি ভারতে জলীয় বাষ্পের অভিসরণ এবং **বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি** করে।
- **ভারত মহাসাগরের ওপর অবদমিত পর্যায় (Suppressed Phase):** এর ফলে মৌসুমি বৃষ্টিপাতে সাময়িক বিরতি বা **বৃষ্টিপাত হ্রাস** পায়।
- **IMD-এর ব্যবহার:** আবহাওয়া দপ্তর কৃষি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য **বর্ধিত-পরিসরের পূর্বাভাসের (২-৪ সপ্তাহ)** ক্ষেত্রে MJO ব্যবহার করে।

ঙ. ইকুয়েটরিয়াল ইন্ডিয়ান ওশান অসিলেশন (EQUINOO):

নিরক্ষীয় ভারত মহাসাগরের ওপর পরিচলন বা মেঘ তৈরির প্রক্রিয়ার পরিবর্তনশীলতা, যা পুনে-র **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজি (IITM)** দ্বারা চিহ্নিত। এটি মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর প্রভাব ফেলতে IOD-কে পরিপূরক হিসেবে সহায়তা করে।

- **ইউরেশীয় তুষারপাত (Eurasian Snow Cover):** এটি স্থল ও সমুদ্রের **তাপীয় বৈসাদৃশ্যকে** (thermal contrast) প্রভাবিত করে, যা মৌসুমি বায়ুর আগমন এবং শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- **আটলান্টিক মেরিডিওনাল ওভারটার্নিং সার্কুলেশন (AMOC):** এটি আটলান্টিক মহাসাগরের একটি বৃহৎ আকারের সংবহন ব্যবস্থা, যা **টেলিকানেকশনের** (teleconnections) মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু এবং ভারতীয় মৌসুমি বায়ুকে প্রভাবিত করে।

- **উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা (SSTs):** এই অঞ্চলের তাপমাত্রার পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনকে পরিবর্তন করে ভারতীয় মৌসুমি বায়ুর ওপর প্রভাব ফেলে।

মৌসুমি বায়ুর পূর্বাভাস কেন চ্যালেঞ্জিং?

এল নিনো, লা নিনা এবং IOD-এর মতো একাধিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রকের **অ-রৈখিক মিথস্ক্রিয়ার (non-linear interaction)** কারণে মৌসুমি বায়ুর নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজাতভাবেই কঠিন।

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- **সময়ের অনিশ্চয়তা (Timing uncertainty):** এল নিনোর প্রভাব নির্ভর করে এটি মৌসুমি ঋতুর মধ্যে নাকি বাইরে তার সর্বোচ্চ শিখরে (peaks) পৌঁছাচ্ছে তার ওপর।
- **তীব্রতার তারতম্য (Intensity variation):** দুর্বল এল নিনো পরিস্থিতি অনেক সময় বৃষ্টিপাতকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত নাও করতে পারে।
- **আঞ্চলিক বৈচিত্র্য (Regional diversity):** ভারতের বিভিন্ন অংশে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বৃষ্টিপাতের ধরণ (যেমন—একদিকে খরা, অন্যদিকে অতিবৃষ্টি) দেখা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ: ২০১৯ সালে এল নিনো সদৃশ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ভারতে **স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত** রেকর্ড করা হয়েছিল, যা **ডিটারমিনিস্টিক (নিশ্চায়ক)** পূর্বাভাসের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে।

এই জটিলতাগুলি নির্দেশ করে যে মৌসুমি বায়ুর পূর্বাভাস মূলত **সম্ভাবনাময় (probabilistic)**, কোনো ধ্রুব সত্য নয়। তাই এটি সতর্ক ব্যাখ্যা এবং নমনীয় নীতিগত প্রতিক্রিয়ার দাবি রাখে।

ঘাটতি মৌসুমি বায়ুর বছরে উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **কৃষি সংকট (Agricultural Stress):** ধান, ডাল, তৈলবীজ এবং আখের মতো **খরিফ ফসল (Kharif crops)** সরাসরি মৌসুমি ঋতুতে বপন করা হয়। বৃষ্টির ঘাটতি চাষের এলাকা কমিয়ে দেয়, ফলন হ্রাস করে এবং খামারে সংকট তৈরি করে—বিশেষ করে সেই সব **ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের (small and marginal farmers)** জন্য যাদের সেচের সুব্যবস্থা নেই।
- **মুদ্রাস্ফীতির চাপ (Inflationary Pressures):** অপর্যাপ্ত মৌসুমি বায়ুর সরাসরি ফলাফল হলো **খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি (Food inflation)**। ডাল এবং তৈলবীজের ঘাটতি **উপভোক্তা মূল্য সূচক (CPI)**-কে বিঘ্নিত করতে পারে, যা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে (RBI) সুদের হার উচ্চ রাখতে বাধ্য করে, ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়।
- **সার ও কৃষি উপকরণের অনিশ্চয়তা (Fertilizer and Input Uncertainty):** পশ্চিম এশিয়ার চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা—যা ভারতের **ইউরিয়া (Urea)** উৎপাদনে ব্যবহৃত **প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)** সরবরাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ—কৃষি সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি সারের প্রাপ্যতা ব্যাহত করতে পারে এবং কৃষি উপকরণের খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে এমন এক সময়ে যখন কৃষকরা ইতিপূর্বেই কম বৃষ্টির কবলে পড়েছেন।
- **গ্রামীণ চাহিদা সংকোচন (Rural Demand Contraction):** গ্রামীণ অর্থনীতি সরাসরি কৃষি আয়ের সাথে জড়িত। একটি খারাপ মৌসুমি ঋতু গ্রামীণ মানুষের **ক্রয়ক্ষমতা (Purchasing power)** কমিয়ে দেয়, যার ফলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যায় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ধীর হয়ে যেতে পারে।
- **জল-শক্তি সংকট (Water–Energy Stress):** ঘাটতি মৌসুমি বায়ু জলাধারের পুনর্ভরণ (Recharge) কমিয়ে দেয়। এর ফলে জলের স্তর অত্যন্ত নিচে নেমে যায় যা **রবি শস্যের (Rabi season)** সেচ এবং পানীয় জল সরবরাহকে প্রভাবিত করে। একইসাথে এটি **জলবিদ্যুৎ (Hydropower)** উৎপাদন কমিয়ে দেয়, যার ফলে ব্যয়বহুল তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিক শক্তি সংকট তৈরি হয়।

সরকারি উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- **জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (NDMA):** এটি খরার সময়ে প্রাথমিক সতর্কতা প্রচার এবং আন্তঃরাজ্য সমন্বয়সহ নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
- **প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (PMFBY):** এই ফ্ল্যাগশিপ শস্য বিমা প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো খরাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের ক্ষতির জন্য কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। তবে নথিকরণ এবং দাবি মেটাতে বিলম্ব এখনও একটি উদ্বেগের বিষয়।
- **প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চায়ী যোজনা (PMKSY):** এটি **"হর খেত কো পানি"** (প্রতিটি জমিতে জল) এবং ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে **"পার ড্রপ মোর ক্রপ"** (প্রতি বিন্দু জলে অধিক ফসল)-এর ওপর গুরুত্ব দেয়।
- **MNREGA ইন্টিগ্রেশন:** এই গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিমটি খরা বছরে একটি **স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলকারী (Economic stabiliser)** হিসেবে কাজ করে। যখন কৃষি কাজ কমে যায়, তখন এটি গ্রামীণ পরিবারগুলোকে মজুরি আয় নিশ্চিত করে।
- **জাতীয় জল মিশন (National Water Mission):** এর উদ্দেশ্য হলো জল ব্যবহারের দক্ষতা এবং সংরক্ষণ বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে সেচের আধুনিকীকরণ এবং ভূ-গর্ভস্থ জল নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেওয়া।
- **IMD-এর কৃষি-আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ পরিষেবা (Agrometeorological Advisory Services):** এটি এসএমএস এবং কিষাণ পোর্টালের মাধ্যমে কৃষকদের জেলা-ভিত্তিক শস্য ও আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে, যা সঠিক সময়ে বীজ বপন এবং শস্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- **PM-KUSUM এবং সৌর সেচ:** এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো ডিজেল-চালিত সেচের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে **সৌর পাম্প (Solar pumps)** ব্যবহারের প্রচার করা। এটি কৃষকদের পরিচালন ব্যয় কমায় এবং ভূ-গর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

ক. তাৎক্ষণিক প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা (Immediate Preparedness Measures)

- **আবহাওয়া-কৃষি পরামর্শ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ:**
  - ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে IMD **পূর্বাভাস**-এর সাথে **সম্প্রসারণ পরিষেবা (Extension services)**-এর আরও উন্নত সমন্বয় সাধন করা, যাতে কৃষকরা বীজ বপন, শস্য নির্বাচন এবং জল ব্যবস্থাপনার জন্য **উপযোগী পরামর্শ (Tailored advisories)** পায়।
  - যেসব অঞ্চলে বৃষ্টির ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে **স্বল্প-মেয়াদী এবং খরা-সহনশীল জাতের** (যেমন—স্বল্প-মেয়াদী ধান, মিলেট, ডাল) চাষকে উৎসাহিত করা।
- **কৃষি উপকরণের সময়োপযোগী প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা:**
  - **সারের মজুদ (Fertilizer stocks)** বৃদ্ধি করা এবং বন্টন ব্যবস্থার ওপর নজর রাখা যাতে স্থানীয় স্তরে কোনো সংকট তৈরি না হয়।
  - আমদানিকৃত গ্যাস-নির্ভর উপকরণের ওপর নির্ভরতা কমাতে **নাইট্রোজেন-ভিত্তিক সার** এবং **জৈব-সার (Bio-fertilizers)**-এর অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- **জল এবং জলাধারের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা:**
  - জলাধারগুলি থেকে বিশেষ করে **আন্তঃরাজ্য নদী অববাহিকায় ন্যায়সংগত জল বন্টন (Equitable water distribution)**-কে অগ্রাধিকার দেওয়া।
  - গ্রীষ্মকালীন সেচ বিধিনিষেধ কার্যকর করা, **ক্ষুদ্র সেচ (Micro-irrigation)**-এর প্রসার ঘটানো এবং কমিউনিটি স্তরে জল সাশ্রয়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।

খ. **মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কার** (Medium- and Long-Term Structural Reforms)

- **জল সংগ্রহ এবং ভূ-গর্ভস্থ জল পুনর্ভরণে বিনিয়োগ:**
  - বর্ষার জলকে ধরে রাখতে এবং ভূ-গর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা কমাতে **জলবিভাজিকা উন্নয়ন** (Watershed development), পুকুর ও দীঘি সংস্কার এবং **কৃত্রিম পুনর্ভরণ কাঠামো** (Artificial-recharge structures) স্কেল-আপ করা।
  - নিয়ন্ত্রিত কূপ খনন, **অ্যাকুইফার ম্যাপিং** (Aquifer-mapping) এবং কমিউনিটি স্তরে ভূ-গর্ভস্থ জল ব্যবস্থাপনার প্রসার ঘটানো।
- **শস্য বৈচিত্র্যায়ন** (Diversify Cropping Patterns):
  - ধান-প্রধান কৃষিজমিগুলিকে পর্যায়ক্রমে **মিলেট, ডাল এবং তৈলবীজ** চাষের দিকে সরিয়ে নিয়ে আসা, যা কম জল-নিবিড় এবং অনেক বেশি **জলবায়ু-সহনশীল** (Climate-resilient)।
  - এই শস্যগুলির জন্য **ন্যূনতম সমর্থন মূল্য** (MSP), বাজার সংযোগ এবং সংগ্রহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে কৃষকরা দামের ঝুঁকির কারণে নিরুৎসাহিত না হন।
- **জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামো উন্নত করা:**
  - বন্যা এবং খরা-সহনশীল গ্রামীণ পরিকাঠামো (যেমন—বাঁধ, ড্রেনেজ চ্যানেল, কমিউনিটি স্টোরেজ) উন্নত করা।
  - শহুরে পরিকল্পনায়, বিশেষ করে জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং **বৃষ্টির জল নিকাশী** (Stormwater drainage) ব্যবস্থায় **জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন** (Climate-risk assessments) অন্তর্ভুক্ত করা।
- **পূর্বাভাস এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ:**
  - মৌসুমি বায়ুর পূর্বাভাসের **স্থানিক ও সাময়িক নির্ভুলতা** (Spatial and temporal accuracy) উন্নত করতে উচ্চ-রেজোলিউশন মডেল, স্যাটেলাইট ডেটা এবং **AI-ভিত্তিক টুল**-এ বিনিয়োগ করা।
  - খরা এবং বন্যার আগাম সতর্কবার্তা দিতে **মাটির আর্দ্রতা** (Soil-moisture), নদীর প্রবাহ, জলাধারের স্তর এবং ভূ-গর্ভস্থ জলের **রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ** ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা।

উপসংহার

ভারতের মৌসুমি বায়ু, যা **এল নিনো** (El Niño), **লা নিনা** (La Niña) এবং **ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল** (IOD)-এর মতো জটিল মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়; যখন বৃষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়, তখন তা কৃষি, জলসম্পদ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় **প্রত্যাশিত শাসন ব্যবস্থা** (Anticipatory governance)-র দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, যা বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস, প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এবং ক্রমবর্ধমান জলবায়ু অনিশ্চয়তাকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য **কমিউনিটি স্থিতিস্থাপকতা** (Community resilience)-কে একীভূত করবে।

Q. India's monsoon is increasingly influenced by complex ocean-atmosphere interactions rather than simple land-sea thermal contrast. Discuss and suggest a suitable way forward to enhance India's resilience to monsoon variability. 15 Marks

***

সাধারণ অধ্যয়ন ২

2.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

2.1.1. ভারতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ: নারী সংরক্ষণের ঊর্ধ্বে ফেডারেল সাম্যের প্রকৃত পরীক্ষা

ভূমিকা

- **সীমানা পুনর্নির্ধারণ (Delimitation):** প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনার (Census) পর জনসংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংসদীয় আসন বিন্যাস করার একটি মৌলিক প্রক্রিয়া হলো সীমানা পুনর্নির্ধারণ। এর প্রধান লক্ষ্য হলো সারা ভারতে **'এক ব্যক্তি, এক ভোট'** (One Person, One Vote) নীতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা।
- **বর্তমান প্রেক্ষাপট:** যদিও **নারী সংরক্ষণ বিল** (Women's Reservation) সাংবিধানিকভাবে মীমাংসিত হয়েছে, তবুও প্রকৃত চ্যালেঞ্জটি নিহিত রয়েছে এমনভাবে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার মধ্যে যা **রাজনৈতিকভাবে ন্যায়সঙ্গত** (Politically Equitable) হবে এবং রাজ্যগুলোর মধ্যে **ফেডারেল ভারসাম্য** (Federal Balance) ক্ষুণ্ণ করবে না।

প্রেক্ষাপট: ভারতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন

ক. সীমানা পুনর্নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন কী?

- **সংজ্ঞা:** সীমানা পুনর্নির্ধারণ বলতে একটি দেশের বা প্রদেশের সংসদীয় এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা এবং 'জনগণনা' (Census)-এর তথ্যের ভিত্তিতে আসন বিন্যাস করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
- **মূল উদ্দেশ্য:** সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা (**'এক ভোট, এক মূল্য'**), জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করা এবং নির্বাচনী ফলাফলে স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

খ. প্রধান সাংবিধানিক বিধানসমূহ

- **অনুচ্ছেদ ৮২:** এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি জনগণনার পর সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লোকসভায় আসন বণ্টন এবং নির্বাচনী এলাকাগুলো পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।
- **অনুচ্ছেদ ১৭০:** অনুচ্ছেদ ৮২-এর মতোই এটি রাজ্যগুলোর **বিধানসভার** (Legislative Assemblies) গঠন এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিধান দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ৮১:** লোকসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ **৫৫০** জন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বেশি আসন বাড়াতে হলে সংবিধান সংশোধনী প্রয়োজন।
- **অনুচ্ছেদ ৫৫:** রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে পপুলেশন ডেটা বা জনসংখ্যার গুরুত্ব নির্ধারণ করে। তাই পরোক্ষভাবে এটি রাজ্যের গুরুত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।
- **অনুচ্ছেদ ৩২৭:** সংসদকে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ৩২৯:** সীমানা পুনর্নির্ধারণের নির্দেশকে **আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না** (Judicial Review-এর বাইরে)।

গ. বিবর্তন এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণ স্থগিতকরণ

- **৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৭৬):** জরুরি অবস্থার সময় ১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা **২০০০ সাল** পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। লক্ষ্য ছিল—যেসব রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে, তারা যেন রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব না হারায়।

- **৮৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন (২০০১):** আসন সংখ্যার ওপর এই স্থগিতাদেশ আরও ২৫ বছর অর্থাৎ **২০২৬ সাল** পর্যন্ত বাড়ানো হয়।
- **৮৭তম সংবিধান সংশোধনী আইন (২০০৩):** মোট আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে রাজ্যের ভেতরে ২০০১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে সীমানা পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়।
- **অনুচ্ছেদ ৩৩৪-এ (২০২৩ সালের নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম):** লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের জন্য **এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৩%) আসন সংরক্ষণের** ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা পরবর্তী সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর কার্যকর হবে।

ঘ. কমিশনের গঠন ও ক্ষমতা

- এটি একজন **অবসরপ্রাপ্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির** নেতৃত্বে গঠিত হয়। সদস্য হিসেবে থাকেন ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারগণ।
- ১৯৫১, ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালের জনগণনার পর কমিশন গঠন করা হয়েছিল। বর্তমান প্রস্তুতি **২০২৭ সালের জনগণনার** ওপর ভিত্তি করে করা হবে।
- অনুচ্ছেদ ৩২৯ অনুযায়ী, এই কমিশনের আদেশ আইনের সমান শক্তিশালী এবং **চূড়ান্ত**।

ঙ. সুপ্রিম কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়সমূহ

- **মেঘরাজ কোঠারি বনাম ডিলিমিটেশন কমিশন (১৯৬৬):** আদালত জানায়, এই কমিশনের নির্দেশগুলো আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়।
- **মহিন্দর সিং গিল বনাম প্রধান নির্বাচন কমিশনার (১৯৭৮):** নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা এবং ডিলিমিটেশন আদেশের চূড়ান্ত বাধ্যবাধকতা পুনরায় নিশ্চিত করা হয়।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ ও নারী সংরক্ষণের সমন্বয়

নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (১২৮তম সংবিধান সংশোধনী) নারী কোটাকে সীমানা পুনর্নির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত করে একটি জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

- **নতুন অনুচ্ছেদ ৩৩৪-এ:** এখানে বলা হয়েছে যে, ৩৩.৩% মহিলা সংরক্ষণ তখনই কার্যকর হবে যখন নতুন জনগণনা শেষ হবে এবং তার ভিত্তিতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ সম্পন্ন হবে।
- **২০২৭ জনগণনা ও বাস্তবায়ন:** বর্তমান ধারণা অনুযায়ী, যদি ২০২৭ সালে জনগণনা হয়, তবে সীমানা পুনর্নির্ধারণের রিপোর্ট ২০২৮ বা ২০২৯ সালের আগে আসা সম্ভব নয়। এর ফলে মহিলা সংরক্ষণ সম্ভবত **২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে** কার্যকর হতে পারে।

সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ভারতের নির্বাচনী মানচিত্রের পুনর্নির্ধারণ কেবল একটি কারিগরি কাজ নয়; বরং এটি দেশের **ফেডারেল সমঝোতা** (Federal Compact) এবং **সামাজিক ন্যায়বিচারের** (Social Justice) কাঠামোর সামনে একটি গভীর চ্যালেঞ্জ।

১. ফেডারেল ভারসাম্যহীনতা এবং "উন্নয়নের জন্য দণ্ড"

- **জনসংখ্যাগত পার্থক্য** (Demographic Divergence)**:** দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো (তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ) এবং পূর্ব ভারতের কিছু অংশ (পশ্চিমবঙ্গ) কয়েক দশক আগে সফলভাবে পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।
- **আপেক্ষিক অসুবিধার চ্যালেঞ্জ:** যদি ২০২৭ সালের জনসংখ্যার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়, তবে এই জনসংখ্যা স্থিতিশীল করা রাজ্যগুলোর লোকসভার আসনের অনুপাত কমে যাবে। একে **"উন্নয়নের জন্য দণ্ড"** বলা হচ্ছে, যেখানে জাতীয় উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজ্যগুলো রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

- **প্রভাবের তারতম্য:** মোট আসন সংখ্যা বাড়লেও, অধিক জনসংখ্যা এবং স্বল্প জনসংখ্যার রাজ্যগুলোর মধ্যে আসনের সংখ্যার পার্থক্য অনেক বেড়ে যাবে। ফলে ইউনিয়নে দক্ষিণ ভারতের এবং ছোট রাজ্যগুলোর **রাজনৈতিক প্রভাব** (Political Influence) হ্রাস পাবে।

২. **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবক্ষয় এবং আন্তঃরাজ্য আস্থার সংকট**

- **ঐকমত্য উপেক্ষা করা:** আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব শেয়ার না করে বা সর্বদলীয় বৈঠক না ডেকে বিশেষ অধিবেশন (এপ্রিল ২০২৬) ডাকার বিষয়টি **ঐকমত্য তৈরির** (Consensus-building) ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করে।
- **ফেডারেল আস্থার চ্যালেঞ্জ:** ভারতের স্থিতিশীলতা একটি সাংবিধানিক সমঝোতার ওপর নির্ভরশীল—যেখানে **ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের** (Equitable Representation) নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলোর সাথে আলোচনা না করে একতরফা সিদ্ধান্ত **আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা** (Regional Alienation) বৃদ্ধি করতে পারে।
- **ঐতিহাসিক তুলনা:** ১৯৯৩ সালের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনী ৫ বছরের জাতীয় বিতর্কের পর কার্যকর হয়েছিল, যা স্থানীয় স্তরে নারী সংরক্ষণের বৈধতা নিশ্চিত করেছিল।

৩. **সাংবিধানিক অখণ্ডতা এবং জনগণনা-ডিলিমিটেশন সংযোগ**

- **পদ্ধতিগত বিচ্যুতি:** অনুচ্ছেদ ৮২ এবং ১৭০ অনুযায়ী, ডিলিমিটেশন অবশ্যই একটি সম্পন্ন জনগণনার পর হতে হবে। ২০২১ সালের জনগণনা স্থগিত হওয়ায় একটি **তথ্যশূন্যতা** (Data Vacuum) তৈরি হয়েছে। ২০২৭ সালের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের আগেই সীমানা পুনর্নির্ধারণের চেষ্টা সাংবিধানিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হতে পারে।
- **অধিকারের ওপর প্রভাব:** জনগণনায় বিলম্বের কারণে সরাসরি আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হচ্ছে। যেমন, ২০১১ সালের ডেটা ব্যবহারের ফলে প্রায় ১০ কোটি মানুষ **জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন** (NFSA, 2013)-এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
- **অপরিবর্তনীয়তার চ্যালেঞ্জ:** অনুচ্ছেদ ৩২৯ অনুযায়ী, ডিলিমিটেশনের আদেশ **অ-বিচারযোগ্য** (Non-justiciable)। যদি ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হয়, তবে তা একটি স্থায়ী সাংবিধানিক বাস্তবতায় পরিণত হবে যা বিচার বিভাগও সংশোধন করতে পারবে না।

৪. **সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জাতি শুমারি** (Caste Census) **সংঘাত**

- **অন্তর্ভুক্তির অভাব:** ২০২৩ সালের নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে SC/ST মহিলাদের জন্য উপ-কোটা থাকলেও **OBC মহিলাদের** বাদ দেওয়া হয়েছে। ওবিসিরা জনসংখ্যার প্রায় ৫০% হওয়ায় এটি সমতার ক্ষেত্রে একটি বড় ঘাটতি।
- **তথ্য বিপথগামী করা:** সমালোচকদের মতে, তড়িঘড়ি ডিলিমিটেশন আসলে **জাতি শুমারিকে** (Caste Census) বিলম্বিত করার একটি কৌশল হতে পারে।
- **সামাজিক ক্ষমতায়ন:** সঠিক জাতিভিত্তিক তথ্য ছাড়া সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অধরা থেকে যায়। বিহার ও তেলেঙ্গানার সমীক্ষা প্রমাণ করেছে যে এই শুমারি প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক এবং সুশাসনের বাধা**

- **আলোচনার গুণমান** (Deliberative Quality)**:** লোকসভার আসন সংখ্যা ৮০০-এর বেশি হলে হাউসের আলোচনার মান কমে যেতে পারে। সদস্য সংখ্যা বাড়লে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার সময় কমবে এবং জটিল আইনের যথাযথ **যাচাই-বাছাই** (Scrutiny) ব্যাহত হবে।
- **প্রশাসনিক জটিলতা:** প্রথমবারের মতো **ডিজিটাল সেনসাস** (Digital Census) করার ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতির ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক সমতা বজায় রেখে গাণিতিক নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য যে স্বচ্ছতা প্রয়োজন, তাড়াহুড়ো করলে তা পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: একটি সুসমন্বিত ভারসাম্যের সন্ধান

১. **গণতান্ত্রিক ও পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া জোরদার করা**

- **ঐকমত্য-ভিত্তিক সুশাসন পুনরুদ্ধার:** কেন্দ্রীয় সরকারকে 'বিশেষ অধিবেশন'-এর কৌশলের পরিবর্তে একটি **আনুষ্ঠানিক সর্বদলীয় আলোচনা (All-party consultation)** কাঠামোর দিকে এগোতে হবে। প্রধান জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক অংশীজনদের মধ্যে ঐক্যমত ছাড়া রাজ্যভিত্তিক আসন বণ্টন সংক্রান্ত কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী পাস করা উচিত নয়।
- **আন্তঃরাজ্য পরিষদের (Inter-State Council) ভূমিকা:** আঞ্চলিক উদ্বেগগুলো তুলে ধরার জন্য **অনুচ্ছেদ ২৬৩** অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য পরিষদকে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। আসন বণ্টনের সূত্রে যেকোনো পরিবর্তনের জন্য **৫০% রাজ্যের সম্মতি** বাধ্যতামূলক করলে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' (Union of States) বা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রকৃত অর্থে বজায় থাকবে।

২. **পদ্ধতিগত অখণ্ডতা: জনগণনা ও ডিলিমিটেশনের সমন্বয়**

- **আগে জনগণনা, পরে ডিলিমিটেশন:** অনুচ্ছেদ ৮২ এবং ১৭০ মেনে, সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশনের কাজ শুরু করার আগে **২০২৭ সালের জনগণনা** সম্পূর্ণ করতে হবে এবং তার তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। এটি স্থায়ী সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অস্থায়ী বা আনুমানিক তথ্যের ব্যবহার রোধ করবে।
- **সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ:** ২০২৭ সালের জনগণনায় **জাতি শুমারি (Caste Enumeration)** অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি কেবল রাজনৈতিক দাবি নয়, বরং 'কোটার ভেতরে কোটা' সংজ্ঞায়িত করতে এবং নারী সংরক্ষণকে সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে একটি কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা।
- **ডিজিটাল স্বচ্ছতা:** যেহেতু এটি একটি **ডিজিটাল সেনসাস (Digital Census)** হতে চলেছে, তাই তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে এবং 'ডিজিটাল বিভাজন'-এর কারণে আসন বণ্টন যাতে প্রভাবিত না হয়, তার জন্য একটি স্বতন্ত্র অডিট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩. **ফেডারেল সুরক্ষা কবচ এবং সাম্য নিশ্চিত করার সূত্র**

- **'আসন-মেঝে' (Seat-Floor) পদ্ধতি গ্রহণ:** যেসব রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে (যেমন—তামিলনাড়ু, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ), তাদের স্বার্থ রক্ষায় একটি **'ফ্লোর রুল' (Floor Rule)** প্রয়োগ করা উচিত। এটি নিশ্চিত করবে যে, সংসদের মোট আসন সংখ্যা বাড়লেও কোনো রাজ্যের বর্তমান **আসন সংখ্যা যেন হ্রাস না পায়**।
- **কার্যকারিতা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব:** ডিলিমিটেশন কমিশনকে কেবল কাঁচা জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি না করে একটি **বহু-মুখী সূচক (Multi-weighted index)** গ্রহণ করা উচিত। এই সূত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
  - **মানব উন্নয়ন সূচক (HDI)** স্কোর।
  - **জনসংখ্যা স্থিতিশীলকরণে সাফল্য** (TFR হার)।
  - সাক্ষরতা এবং স্বাস্থ্যসেবার মান।
- **ভারসাম্য রক্ষা:** উন্নয়নমূলক সূচকগুলোকে গুরুত্ব দিলে তা রাজ্যগুলোকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত করবে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দণ্ডিত করবে না।

৪. **সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রকৃত সমতা বৃদ্ধি**

- **অন্তর্ভুক্তিমূলক নারী সংরক্ষণ:** ২০২৩ সালের নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সংশোধন করে এতে **OBC মহিলাদের জন্য উপ-কোটা** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি **প্রকৃত সমতার (Substantive Equality)** সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে এবং ৩৩% সংরক্ষণকে ভারতের প্রকৃত সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন হিসেবে গড়ে তুলবে।

- **তথ্য-চালিত ক্ষমতায়ন:** ২০২৭ সালের জাতি শুমারির ফলাফল ব্যবহার করে সংরক্ষিত নির্বাচনী এলাকাগুলোকে (SC/ST) আরও নির্ভুলভাবে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে, যাতে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো সঠিক প্রতিনিধিত্ব পায়।

৫. **দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক ও সংসদীয় সংস্কার**

- **রাজ্যসভাকে শক্তিশালী করা:** লোকসভায় জনসংখ্যা-ভিত্তিক ভারসাম্যহীনতা দূর করতে **রাজ্যসভার** (Council of States) ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত। রাজ্যসভাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যেতে পারে যা রাজ্যগুলোকে সত্তা হিসেবে আরও **ন্যায্য গুরুত্ব** (Equitable Weightage) দেবে এবং একটি 'ফেডারেল নোঙর' (Federal Anchor) হিসেবে কাজ করবে।
- **স্থায়ী নির্বাচনী সংস্কার কমিশন:** অ্যাড-হক কমিশনের পরিবর্তে একটি **স্থায়ী সংস্থা** গঠন করা যেতে পারে যা নির্বাচনী সংস্কারের ওপর নিরপেক্ষ নজরদারি চালাবে।

উপসংহার

সীমানা পুনর্নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন হলো একটি ঐতিহাসিক সাংবিধানিক মুহূর্ত, যা আগামী দশকগুলোতে ভারতের **ফেডারেল ভারসাম্য এবং গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের** রূপরেখা তৈরি করবে। রাজনৈতিক **সাম্য** (Equity), ঐক্যমত এবং দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত নিশ্চিত করতে পারে যে, নারী সংরক্ষণ এবং ডিলিমিটেশন—উভয়ই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে দুর্বল করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালী করবে।

Q. Delimitation in India is not merely a technical exercise but a test of federal equity. Discuss how a balanced approach can ensure democratic legitimacy, social justice and cooperative federalism in India. 15 Marks

2.1.2. ভারতের সংবিধান সংশোধন: প্রক্রিয়া, ধারা ৩৬৮ এবং মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব

ভূমিকা

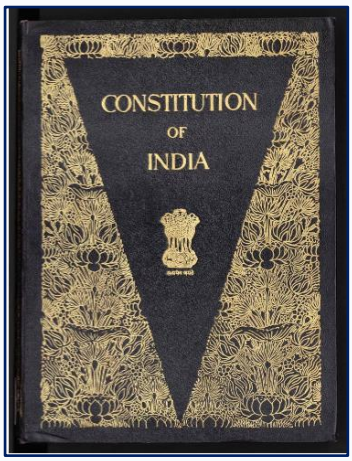

ভারতের সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল যা প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। **সংবিধান সংশোধন বিলগুলো** এই বিকাশের অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা জাতিকে উদীয়মান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। এই সংশোধনগুলো গণতান্ত্রিক ইচ্ছা এবং **"মৌলিক কাঠামোর"** মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ তৈরি করে, যা নিশ্চিত করে যে আইন তার মূল আদর্শের সাথে আপস না করেই প্রাসঙ্গিক থাকে। শেষ পর্যন্ত, এগুলো ভারতের শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিক বিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে সংসদীয় ক্ষমতার সাথে সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্বের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

পদ্ধতিগত কাঠামো: সংবিধান কীভাবে সংশোধন করা হয়

সংশোধন প্রক্রিয়াটি মূলত **৩৬৮ নম্বর ধারা** দ্বারা পরিচালিত হয়, যা কঠোরতা এবং নমনীয়তার এক সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ। সংবিধান প্রণেতারা নিশ্চিত করেছেন যে সংবিধানের বিবর্তন ঘটলেও এটি যেন ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সংশোধনের দ্বিমুখী পদ্ধতি: সংবিধানে পরিবর্তনের জন্য দুটি প্রধান উপায়ের কথা বলা হয়েছে—

১. **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সংশোধন (৩৬৮ নম্বর ধারার বাইরে)**

কিছু বিধানকে আনুষ্ঠানিক সংবিধান সংশোধন হিসেবে গণ্য করা হয় না। এগুলো সংসদ সাধারণ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারে, অর্থাৎ উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের **সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার** মাধ্যমে। এর উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- নতুন রাজ্য গঠন বা সীমানা পরিবর্তন।
- বিধান পরিষদ (Legislative Council) বিলোপ বা গঠন।
- বেতন এবং প্রশাসনিক বিধানসমূহ। এটি প্রণেতাদের সেই ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে যেখানে কম গুরুত্বপূর্ণ এবং অ-যুক্তরাষ্ট্রীয় বিধানগুলোকে পরিবর্তন করা সহজ রাখা হয়েছে।

২. **৩৬৮ নম্বর ধারার অধীনে সংশোধন (আনুষ্ঠানিক সংশোধন প্রক্রিয়া)**

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোর জন্য সংবিধান ৩৬৮ নম্বর ধারার অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক সংশোধন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এখানে গুরুত্বের ভিত্তিতে সংশোধনগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

I. **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সংশোধন** মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতিসহ (DPSP) বেশিরভাগ প্রধান বিধানের জন্য সংসদে এই **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা** প্রয়োজন, যার জন্য:

- প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি সমর্থন, এবং
- উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের **দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা** প্রয়োজন। উভয় কক্ষে পাস হওয়ার পর বিলটি **রাষ্ট্রপতির** কাছে পাঠানো হয়, যিনি এতে সম্মতি দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর সংবিধান সংশোধিত হয়।

II. **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা + রাজ্যগুলোর অনুমোদন** যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রভাবিত করে এমন বিধানগুলোর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়। সংসদে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হওয়ার পর, অন্তত **অর্ধেক রাজ্য আইনসভার** দ্বারা এটি অনুমোদিত (Ratified) হতে হবে। এটি নিচের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:

- রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (ধারা ৫৪-৫৫)।
- কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা (ধারা ৭৩, ১৬২)।
- সুপ্রিম কোর্ট এবং হাই কোর্ট।
- আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বন্টন (একাদশ অংশ)।
- সপ্তম তফসিল (কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং যুগ্ম তালিকা)।
- সংসদে রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব।
- খোদ ৩৬৮ নম্বর ধারা। রাজ্যগুলোর অনুমোদনের পরেই বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হয়।

সংসদের সংশোধন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

১. **মৌলিক কাঠামো তত্ত্ব (Basic Structure Doctrine):** সংসদের সংশোধন করার ক্ষমতা **কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৭৩)** মামলায় বিবর্তিত এই তত্ত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ। এতে বলা হয়েছে যে, সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (যেমন—গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো) পরিবর্তন বা ধ্বংস করতে পারবে না।

২. **সংশোধনের শর্তাধীন বৈধতা:** ৩৬৮ নম্বর ধারার অধীনে করা সংশোধনগুলো কেবল তখনই বৈধ হবে যদি তারা মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘন না করে। অর্থাৎ, সংসদের ক্ষমতা ব্যাপক হলেও তা অসীম নয়।

৩. **৩৬৮ নম্বর ধারা নিজেই সীমাবদ্ধ:** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ৩৬৮ নম্বর ধারাটি মৌলিক কাঠামোর অংশ। এর মানে হলো, সংসদ এই ধারাটি ব্যবহার করে নিজের সংশোধনী ক্ষমতাকে সাংবিধানিক সীমার বাইরে প্রসারিত করতে পারবে না।

৪. **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বাতিল করা যাবে না: মিনার্ভা মিলস বনাম ভারত সরকার (১৯৮০)** মামলায় আদালত রায় দেয় যে সংসদ **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)** ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারবে না, কারণ এটি সংবিধানের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

৫. **ট্রাইব্যুনাল সাংবিধানিক আদালতের বিকল্প হতে পারে না: এল. চন্দ্র কুমার বনাম ভারত সরকার (১৯৯৭)** মামলায় আদালত বলেছে যে ট্রাইব্যুনালগুলো হাই কোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতার বিকল্প হতে পারে না।

৬. **নবম তফসিল মৌলিক কাঠামোর আওতাধীন: আই.আর. কোয়েলহো বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০৭)** মামলায় আদালত রায় দেয় যে ১৯৭৩ সালের পর নবম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা আইনগুলোও মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘন করলে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৭. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অলঙ্ঘনীয়:** ২০১৫ সালের NJAC রায় বাতিল করার সময় আদালত পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** মৌলিক কাঠামোর অংশ।

সংবিধান সংশোধন বিলের তাৎপর্য

১. **সাংবিধানিক অভিযোজনযোগ্যতার হাতিয়ার:** সংশোধনগুলো নিশ্চিত করে যে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে সংবিধান যেন প্রাসঙ্গিক থাকে। শুরুর দিকের ভূমি সংস্কার থেকে শুরু করে বর্তমানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মতো বিষয়গুলো আইনি কাঠামোর বিবর্তনে সাহায্য করে।

২. **সামাজিক ন্যায়ের বাহন:** ঐতিহাসিকভাবে সংবিধান সংশোধনগুলো কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে ব্যবহৃত হয়েছে। সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের সুরক্ষা সংবিধানের রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে।

৩. **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ গভীর করা:** স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন শক্তিশালী করার মতো সংশোধনগুলো গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে আরও ব্যাপক করেছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগুলো গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলে।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা:** সংশোধনগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি সংশোধন করতে এবং শাসন ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করে। কর সংস্কার (যেমন GST) বা নতুন সাংবিধানিক সংস্থা গঠন প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করে।

৫. **রাজনৈতিক ঐক্যমত্য ও জাতীয় অগ্রাধিকারের প্রতিফলন:** বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রাজ্যগুলোর অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তার কারণে সংবিধান সংশোধনগুলো প্রায়ই একটি ব্যাপক রাজনৈতিক ঐক্যমত্যকে প্রতিফলিত করে। এগুলো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্তে দেশের জাতীয় অগ্রাধিকারের চিহ্ন হিসেবে কাজ করে।

সংবিধান সংশোধনের প্রভাব

১. শাসনব্যবস্থার রূপান্তর

সংশোধনীগুলো ভারতের শাসন কাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনর্গঠিত করেছে। কর সংস্কার, দলত্যাগ বিরোধী আইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন প্রশাসনের স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে।

- **উদাহরণ: ১০১তম সংশোধনী আইন (২০১৬)** জিএসটি (GST) চালু করে একাধিক পরোক্ষ করের বদলে একটি সমন্বিত জাতীয় বাজার তৈরি করেছে।

২. অধিকার ও কর্তব্যের সম্প্রসারণ

সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের পরিধি বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে **মৌলিক কর্তব্য** সংযোজিত হয়েছে। এটি নাগরিকত্বের একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি করে—যেখানে অধিকার এবং দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে।

- **উদাহরণ: ৮৬তম সংশোধনী আইন (২০০২)** ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষাকে একটি **মৌলিক অধিকার** হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অভিভাবকদের জন্য একটি সংশ্লিষ্ট কর্তব্য যুক্ত করেছে।

৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন

সংশোধনীগুলো কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে ক্রমাগত নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। কিছু সংশোধনী সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করলেও, অন্যগুলো কেন্দ্রীয়করণের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

- **উদাহরণ: ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনী আইন (১৯৯২)** পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং পৌরসভা গঠনের মাধ্যমে শাসনের **তৃতীয় স্তর** হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণকে শক্তিশালী করেছে।

৪. **মৌলিক কাঠামো তত্ত্বের উত্থান**

সবচেয়ে গভীর প্রভাব হলো বিচার বিভাগীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ। সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জানিয়েছে যে সংসদ সংবিধানের **"মৌলিক কাঠামো"** পরিবর্তন করতে পারে না। এই তত্ত্ব গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসনের মতো মূল নীতিগুলোকে রক্ষা করে।

- **উদাহরণ:** ২০১৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট **৯৯তম সংশোধনী আইন (NJAC)** বাতিল করে দিয়ে নিশ্চিত করে যে **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ।

৫. **রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিতর্ক**

সংশোধনীগুলো প্রায়ই আদর্শিক বিতর্কের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কিছু সংশোধনী সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেলেও অন্যগুলো রাজনৈতিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রাণবন্ততাকে প্রতিফলিত করে।

- **উদাহরণ: ৪২তম সংশোধনী আইন (১৯৭৬)** জরুরি অবস্থার সময় বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করেছিল, যা পরবর্তীতে **৪৪তম সংশোধনী আইন (১৯৭৮)** দ্বারা সংশোধন করে গণতান্ত্রিক সুরক্ষা পুনরুদ্ধার করা হয়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ এবং উদ্বেগ

১. **ক্রমবর্ধমান পরিধি এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জ:** বর্তমানের সংশোধনীগুলো প্রতিনিধিত্ব, সীমানা নির্ধারণ (Delimitation) এবং লিঙ্গ সমতার মতো বিষয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল শাসন, ডেটা সুরক্ষা এবং **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI)** মতো নতুন ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কাজ করছে—যা বর্তমান কাঠামোর পর্যাপ্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

২. **সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অপব্যবহারের ঝুঁকি:** সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে এমন সংশোধনী পাস হওয়ার ঝুঁকি থাকে যা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ বা সংখ্যালঘুদের অধিকার দুর্বল করতে পারে। ঘন ঘন সংশোধন সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে।

৩. **কেন্দ্রীয়করণ বনাম যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য:** কিছু সংশোধনী কেন্দ্রের দিকে ক্ষমতার পাল্লা ভারী করার জন্য সমালোচিত হয়েছে, যা সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তরায় হতে পারে।

৪. **সীমিত জন অংশগ্রহণ:** সংশোধন প্রক্রিয়াটি মূলত সংসদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এতে সাধারণ নাগরিকদের সরাসরি অংশগ্রহণ খুব কম, যা স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক সম্পৃক্ততাকে হ্রাস করে।

৫. **বিচার বিভাগীয় উত্তেজনা এবং সাংবিধানিক নৈতিকতা:** সংশোধন করার ক্ষমতা নিয়ে সংসদ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্রমবর্ধমান টানাপোড়েন সাংবিধানিক নৈতিকতা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

আগামীর পথ

১. **আলোচনামূলক গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা:** যে কোনো সংশোধনীর আগে সংসদ এবং সংসদীয় কমিটিতে ব্যাপক বিতর্ক হওয়া উচিত।

২. **জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:** সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকায় সংশোধনীগুলোতে সাধারণ মানুষের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। এটি সংশোধনীর বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৩. **মৌলিক কাঠামো রক্ষা করা:** সংবিধানের মূল মূল্যবোধ রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা সম্মান করা উচিত। এটি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ।

৪. **স্থিতিশীলতার সাথে নমনীয়তার ভারসাম্য:** পরিবর্তন জরুরি হলেও স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক লাভের জন্য সংশোধন করা উচিত নয়। দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রক্রিয়া চালানো উচিত।

৫. **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী করা:** কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন সংশোধনীগুলো আলোচনার মাধ্যমে হওয়া উচিত। **সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা** মূল নীতি হওয়া প্রয়োজন।

৬. **উদীয়মান অধিকারের সমাধান:** ভবিষ্যতের সংশোধনীগুলোতে ডিজিটাল অধিকার এবং পরিবেশ রক্ষার মতো আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে সংবিধান সময়ের সাথে তাল মেলাতে পারে।

উপসংহার

সংবিধান সংশোধন বিলগুলো ১৯৫০ সালের প্রতিষ্ঠাতা স্বপ্ন এবং আধুনিক ভারতের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। এদের প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে **সাংবিধানিক নৈতিকতা**, প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য এবং ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ পালনের মধ্যে। সংযম ও প্রজ্ঞার সাথে ব্যবহার করা হলে এগুলো সংবিধানকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জীবন্ত প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তরিত করে।

Q. The power to amend the Constitution is a transformative tool, yet it is not an absolute power. In the light of the 'Basic Structure Doctrine,' discuss how Constitutional Amendment Bills balance the need for parliamentary sovereignty with the necessity of constitutional stability. 15 Marks

2.1.3. ভারতের জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন: বিশ্ব গ্রামীণ উন্নয়ন কূটনীতির রূপকার

ভূমিকা

- ২০১১ সালে, ভারত সরকারের **পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রকের** (Ministry of Rural Development) অধীনে **National Rural Livelihood Mission (NRLM)** বা **জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন** চালু করা হয়েছিল। এটি মূলত **স্বনির্ভর গোষ্ঠী** (Self-Help Groups - SHGs), **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** (Financial Inclusion), **দক্ষতা বৃদ্ধি** এবং **স্ব-নিযুক্তির** দর্শনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল, যার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ ভারতের **বহুমাত্রিক দারিদ্র্য** (Multidimensional Poverty) হ্রাস করা।
- **পনেরো বছর** পর, NRLM কেবল তার অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যমাত্রাই অতিক্রম করেনি, বরং এটি গ্রামীণ উন্নয়নের একটি **বিশ্বজনীন সমাদৃত মডেলে** (Globally Admired Model) পরিণত হয়েছে। এটি বর্তমানে **আফ্রিকার দেশগুলোর** দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং ভারতের **দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা** (South-South Cooperation) কাঠামোকে নতুন রূপ দিচ্ছে।

ভারতের National Rural Livelihood Mission (NRLM) সম্পর্কে বিস্তারিত

National Rural Livelihoods Mission (NRLM) হলো **পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রকের (MoRD)** অধীনে একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি। এর লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকায় স্ব-নিযুক্তি, **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)** এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে **বহুমাত্রিক দারিদ্র্য (Multidimensional Poverty)** হ্রাস করা। এটি ২০১১ সালে আগের 'স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' (SGSY)-র পরিবর্তে চালু করা হয়েছিল, যা বিচ্ছিন্ন এবং সরবরাহ-ভিত্তিক (supply-driven) হওয়ার কারণে সমালোচিত হয়েছিল।

SGSY-এর বিপরীতে, NRLM একটি **চাহিদা-চালিত (Demand-driven)** এবং **প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি (Institution-led approach)** অনুসরণ করে, যা শক্তিশালী **তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান** গঠন এবং টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়।

ক. মূল বৈশিষ্ট্য এবং কর্মসূচির উপাদানসমূহ

১. সামাজিক সংহতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- NRLM গ্রামীণ দরিদ্রদের, বিশেষ করে মহিলাদের **স্বনির্ভর গোষ্ঠী** (SHGs)-তে সংগঠিত করে। এই গোষ্ঠীগুলি ছোট এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক, যা যৌথ সঞ্চয়, ঋণের সুবিধা এবং জীবিকার বহুমুখীকরণে সহায়তা করে।
- এই SHG-গুলিকে একটি **ফেডারেটেড কাঠামো বা স্তরীভূত কাঠামোয়** সংগঠিত করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে **গ্রাম সংগঠন** (VOs), **ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন** (CLFs) এবং **ব্লক লেভেল ফেডারেশন** (BLFs)। এটি অংশগ্রহণমূলক শাসন এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

২. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ঋণ সহায়তা

- NRLM **রিভলভিং ফান্ড** (RF) এবং **কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড** (CIF)-এর মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- এটি **দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা – NRLM** (DAY-NRLM)-এর অধীনে ব্যাংক সংযোগ সহজতর করে এবং SHG-Bank Linkage Programme (SBLP)-কে শক্তিশালী করে যাতে সময়মতো সাশ্রয়ী ঋণ নিশ্চিত করা যায়।

৩. জীবিকা উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

- এই মিশন উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক কাজের মাধ্যমে **কৃষিভিত্তিক জীবিকা** এবং দুগ্ধজাত পণ্য, হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মতো **অ-কৃষি উদ্যোগ** প্রচার করে।
- **কমিউনিটি ক্যাডার:** পরিষেবা প্রদানের জন্য ভারতজুড়ে ১ কোটিরও বেশি প্রশিক্ষিত **কমিউনিটি রিসোর্স পারসন** (CRPs), কমিউনিটি মোবিলাইজার, **পশু সখী** (পশুপালন), **কৃষি সখী** (কৃষি) এবং **ব্যাংক সখী** মোতায়েন করা হয়েছে।
- এটি **দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা** (DDU-GKY)-এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা করে, যা গ্রামীণ যুবকদের আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়।

৪. প্রান্তিক পর্যায়ে পরিষেবা প্রদান এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি

- NRLM কমিউনিটি ক্যাডার এবং **বিজনেস করেসপন্ডেন্ট** (BCs)/**ব্যাংক সখীদের** মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করে।
- এটি **ডিজিটাল সাক্ষরতা**, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ডিজিটাল পেমেন্টকে উৎসাহিত করে। স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য SHG-গুলিকে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সাথে একীভূত করা হয়।
- **JAM ট্রিনিটি অন্তর্ভুক্তি** (JAM Trinity Embedding): গ্রামীণ মহিলাদের **জন ধন যোজনা** (PMJDY) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, **আধার** (Aadhaar) বায়োমেট্রিক পরিচয় এবং **মোবাইল** (Mobile) ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **প্রকল্পের সমন্বয়** (Scheme Convergence): NRLM SHG প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বিত পরিষেবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন:
  - MGNREGS (মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান)
  - PM-KISAN (কৃষক আয় সহায়তা)
  - PMJDY (আর্থিক অন্তর্ভুক্তি)
  - PM-SVANidhi (ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের জন্য ঋণ)
  - PMAY-G (গ্রামীণ আবাসন)

খ. মূল অর্জনসমূহ—রূপান্তরের চিত্র

২০২৪-২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী NRLM-এর অর্জন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংহতি কর্মসূচিকে প্রতিফলিত করে:

- **বিশাল ব্যাপ্তি (Mass Outreach):** NRLM ৭৪২টি জেলা জুড়ে **১০ কোটিরও বেশি পরিবারের** কাছে পৌঁছেছে।
- **মহিলা-কেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধি (Women-Centric Growth):** ৯ মিলিয়নেরও বেশি SHG গঠিত হয়েছে, যেখানে **২ কোটিরও বেশি মহিলা** বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার বেশি আয় করছেন।
- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion):** প্রায় ৫ কোটি মহিলা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা পেয়েছেন এবং মোট ব্যাংক লিঙ্কেজ **১২ লক্ষ কোটি টাকা** অতিক্রম করেছে।
- **কমিউনিটি ক্যাডার ব্যবস্থা (Community Cadre System):** কমিউনিটি রিসোর্স পারসন এবং ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্টদের উপস্থিতির মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের ৬০%-এরও বেশি **গ্রাম পঞ্চায়েতে** শেষ প্রান্তের পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **বাজেট সহায়তা (Budgetary Support):** ২০২৬-২৭ কেন্দ্রীয় বাজেটে **১৯,২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গ্রামীণ উন্নয়নে NRLM-এর গুরুত্বকে পুনর্নিশ্চিত করে।

National Rural Livelihoods Mission (NRLM) বা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর গুরুত্ব

১. সামাজিক গুরুত্ব

- **মহিলা ক্ষমতায়ন:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHGs) মাধ্যমে সম্মিলিত উদ্যোগ গার্হস্থ্য সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ হ্রাস করেছে এবং আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।
- **সামাজিক পুঁজি (Social Capital):** বিশ্বাস-ভিত্তিক পারস্পরিক ঋণ এবং সম্মিলিত সঞ্চয় তৃণমূল স্তরের সংহতিকে পুনর্গঠিত করেছে।
- **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:** NRLM-সংযুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কোভিড-১৯ ত্রাণ, মাস্ক উৎপাদন এবং পুষ্টি বাগান (Nutrition Gardens) তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** 'ব্যাংক সখী' এবং বিজনেস করেসপন্ডেন্টরা ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রামীণ নারীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন।

২. অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **দারিদ্র্য বিমোচন:** গ্রামীণ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণে NRLM ভারতের প্রধান হাতিয়ার।
- **মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ (FLFPR) বৃদ্ধি:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী-সংযুক্ত জীবিকার কারণে মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১৮-২০২৩ সালের মধ্যে ১৭% থেকে বেড়ে প্রায় ৩৭% হয়েছে।
- **ক্ষুদ্র উদ্যোগের প্রসার:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা অ-কৃষি জীবিকা, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-উদ্যোগে প্রবেশ করছেন।
- **GVA-তে অবদান:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী-সংযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গ্রামীণ গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (GVA)-তে অর্থবহ অবদান রাখছে।

৩. শাসনতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব

- পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান (PRIs) এবং সামাজিক ফেডারেশনগুলোর মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত পরিষেবা প্রদান।
- সামাজিক অডিট (Social Audits), সামাজিক পর্যবেক্ষণ এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।
- অভিসারী শাসন (Convergent Governance) মডেল—স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থ, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ একাধিক মন্ত্রককে সংযুক্ত করা।

৪. কূটনৈতিক গুরুত্ব—উন্নয়ন কূটনীতির হাতিয়ার হিসেবে NRLM

- ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, মালাউই, কেনিয়া ও রুয়ান্ডার প্রতিনিধি দল NRLM-এর কার্যপ্রণালী বুঝতে ভারত সফর করেছে।
- এটি ভারতের 'দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা' (SSC) দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—যেখানে পুঁজি নয়, বরং উন্নয়নমূলক জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া হয়।
- এটি ভারতের ITEC এবং ভারত-আফ্রিকা ফোরাম সামিট (IAFS) কূটনৈতিক কাঠামোর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

সীমানা ছাড়িয়ে NRLM—ভারতের বৈশ্বিক উন্নয়নের পদচিহ্ন

ক. কেন আফ্রিকার দেশগুলো আকর্ষিত হচ্ছে?

- **নারী-কেন্দ্রিক ফোকাস:** স্বনির্ভর গোষ্ঠী মডেলটি আফ্রিকার নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যের সাথে মিলে যায়।
- **ব্যয়-সাশ্রয়ী:** এটি একটি সম্প্রদায়-চালিত প্রক্রিয়া যা বিশাল পুঁজি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরতা কমায়—যা সম্পদ-সংকটে থাকা দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির উপযোগী:** আফ্রিকার বিশাল অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির জন্য NRLM-এর জীবিকা বহুমুখীকরণ মডেলটি অত্যন্ত উপযুক্ত।
- **প্রতিষ্ঠান গঠন:** এটি কেবল একটি প্রকল্প নয়—এটি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা এবং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- **সহকর্মীদের থেকে শিক্ষা (Peer Learning):** গ্লোবাল সাউথ-এর দেশগুলো পশ্চিমা মডেলের বদলে ভারতের মতো একই কাঠামোগত বাস্তবতাসম্পন্ন দেশ থেকে শিখতে বেশি আগ্রহী।

খ. ভারত যেভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে

- রাজ্য জীবিকা মিশনগুলোতে (SRLMs) প্রতিনিধি দল প্রেরণ, স্টাডি ট্যুর এবং সরেজমিনে পরিদর্শন (Immersion Visits)।
- ভারতের ITEC প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ভারতের রাজ্য মিশনগুলোর সাথে আফ্রিকান সরকারি সংস্থাগুলোকে যুক্ত করতে 'গ্রামীণ জীবিকা জ্ঞান বিনিময় প্ল্যাটফর্ম' (Rural Livelihoods Knowledge Exchange Platform)-এর প্রস্তাব।
- আফ্রিকার স্থানীয় প্রেক্ষাপটে স্বনির্ভর গোষ্ঠী মডেলটি খাপ খাইয়ে নিতে যৌথ পাইলট প্রকল্প গ্রহণ।

National Rural Livelihood Mission (NRLM) মডেলের সম্প্রসারণ এবং খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ

১. অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ: গভীরতা এবং গুণমান নিশ্চিতকরণ

প্রভূত পরিমাণগত সাফল্য সত্ত্বেও, ভারতজুড়ে এই অভিযানের গতিধারা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিছু গুণগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় আঞ্চলিক বৈষম্য:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য **"উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন"** লক্ষ্য করা যায়। কেরালা (Kudumbashree) এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে পরিপক্ক ফেডারেশন থাকলেও, মধ্য ও পূর্ব ভারতের **"সামাজিক পুঁজি"** (Social Capital) এখনও বিকশিত হচ্ছে, যার ফলে দারিদ্র্য বিমোচন অসম রয়ে গেছে।
- **"ঋণ-সীমার" বাধা:** ব্যাংক সংযোগের উন্নতি হলেও, অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী **ভোগ-ভিত্তিক ঋণ** থেকে বেরিয়ে **উৎপাদনশীল মূলধন বিনিয়োগের** দিকে অগ্রসর হতে হিমশিম খাচ্ছে। ভৌত জামানত (Physical Collateral) না থাকায় ব্যাংকগুলি উচ্চ-মূল্যের ঋণ দিতে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত।

- **"লখপতি দিদি"-দের স্থায়িত্ব:** জীবনধারণের ন্যূনতম আয় থেকে **১ লক্ষ টাকার ধারাবাহিক বার্ষিক মুনাফায়** পৌঁছানোর জন্য বাজার বুদ্ধিমত্তা (Market Intelligence) এবং **ভ্যালু-চেইন ইন্টিগ্রেশন** প্রয়োজন, যা বর্তমানে অনেক প্রাথমিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেই।
- **প্রশাসনিক অত্যধিক চাপ:** কমিউনিটি রিসোর্স পারসন (CRPs) এবং ব্যাংক সখীরা প্রায়শই একাধিক সরকারি প্রকল্পের কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকেন, যা **সামাজিক সংহতি** (Social Mobilization) এবং আর্থিক মেন্টরিং-এর মতো তাদের মূল কাজের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে।

২. **বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ: আন্তঃসীমান্ত অভিযোজন সমস্যা**

গ্লোবাল সাউথের (বিশেষ করে আফ্রিকা) দেশগুলিতে একটি **"সামাজিক-খাত প্রতিষ্ঠান"** রপ্তানি করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিল বাহ্যিক চলক কাজ করে।

- **সামাজিক-রাজনৈতিক এবং ভূমি বৈচিত্র্য:** ভারতের স্বনির্ভর গোষ্ঠী মডেলটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের স্থানীয় শাসন এবং স্থিতিশীল **ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার** ওপর নির্ভরশীল। অনেক আফ্রিকান দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতীয় আইন এবং ভূমির মালিকানার ধরণ কৃষি-ভিত্তিক যৌথ উদ্যোগ গঠনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
- **ডিজিটাল বিভাজন এবং পরিকাঠামো ঘাটতি:** ভারতের সাফল্য এখন আধার (Aadhaar) এবং UPI-এর মতো **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (DPI)** ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কম ডিজিটাল অনুপ্রবেশ বা অনিয়মিত বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকা দেশগুলি এই মডেলের **"ফিনটেক"** (Fintech) দিকটি (যেমন- মোবাইল ব্যাংকিং বা ডিজিটাল লেজার) বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হয়।
- **ঋণ ঝুঁকি এবং ব্যাংকিং খাতের অনুন্নয়ন:** অনানুষ্ঠানিক ক্ষুদ্র ঋণ থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংক সংযোগে উত্তরণের জন্য একটি শক্তিশালী গ্রামীণ ব্যাংকিং খাত প্রয়োজন। গ্লোবাল সাউথের অনেক অংশে **আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক (RRBs)** বা সমবায় নেটওয়ার্কের অভাব শেষ প্রান্তের ঋণ পরিষেবা প্রদানকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের সময়কাল:** সামাজিক সংহতি রাতারাতি সফল হয় না। একটি **প্রশিক্ষিত ক্যাডার** (মানব সম্পদ) তৈরি করতে বছরের পর বছর রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রয়োজন। অংশীদার দেশগুলো প্রায়ই দ্রুত ফলাফল চায়, যা NRLM কাঠামোর ধীর ও রূপান্তরমূলক প্রকৃতির পরিপন্থী।
- **সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য:** সম্মিলিত কার্যক্রম মূলত **সামাজিক বিশ্বাসের** ওপর নির্ভরশীল। ভিন্ন সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিবাদী মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজে ভারতের "পিয়ার-প্রেসার" বা পারস্পরিক চাপের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের মডেলটি সফল করতে হলে ব্যাপক **স্থানীয়করণ** প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ - একটি সমন্বিত রোডম্যাপ

এই কূটনৈতিক হাতিয়ারটির প্রভাব সর্বোচ্চ করতে ভারতকে জ্ঞান বিনিময়ের একটি আনুষ্ঠানিক ও সমন্বিত কাঠামোর দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

- **ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগ:** ONDC, GeM এবং PM Vishwakarma-এর মতো প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে বড় করার মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবনধারণের পর্যায় থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে, যাতে গ্রামীণ পণ্যগুলি জাতীয় ও বিশ্ব বাজারে পৌঁছাতে পারে।
- **জলবায়ু-সহনশীল এবং সামগ্রিক সমন্বয়:** জীবিকার তালিকায় **অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি, সৌরশক্তি উদ্যোগ এবং জল সংরক্ষণকে** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে NRLM-**স্বাস্থ্য-পুষ্টি** সংযোগকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক লাভ মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নতি ঘটায়।

- **বৈশ্বিক জ্ঞান বিনিময় পরিকাঠামো:** ভারতের সফল রাজ্য মডেলগুলিকে (যেমন- কেরালা বা বিহারের JEEViKA) আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে যুক্ত করতে **বিদেশ মন্ত্রক (MEA)** এবং **পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রকের (MoRD)** যৌথ তত্ত্বাবধানে একটি নিবেদিত **'গ্রামীণ জীবিকা জ্ঞান বিনিময় প্ল্যাটফর্ম'** স্থাপন করতে হবে।
- **প্রযুক্তিগত প্যাকেজ (DPI ইন্টিগ্রেশন):** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সাথে ভারতের **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI)** দক্ষতা, বিশেষ করে UPI এবং DBT (সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর) ব্যবস্থাকে যুক্ত করে গ্লোবাল সাউথের জন্য একটি **"প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে"** উন্নয়ন প্যাকেজ অফার করতে হবে।
- **সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ইমার্সন ফেলোশিপ:** ITEC-সংযুক্ত প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ করতে হবে এবং বিদেশী আমলা ও সামাজিক নেতাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী **ইমার্সন ফেলোশিপ** প্রদান করতে হবে, যাতে তারা ভারতের এই মিশনের সামাজিক কৌশল এবং সূক্ষ্ম কার্যপ্রণালীগুলি হাতে-কলমে শিখতে পারেন।
- **বৈশ্বিক শংসাপত্রের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব:** কমিউনিটি রিসোর্স পারসনদের (CRPs) প্রশিক্ষণ ও স্বীকৃতিকে মানসম্মত করতে হবে যাতে একটি **বিশ্বস্বীকৃত দক্ষ বাহিনী** তৈরি হয়, যারা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে মেন্টর হিসেবে কাজ করতে পারবে।
- **কৌশলগত ত্রিপক্ষীয় এবং বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্ব: বিশ্ব ব্যাংক** বা **আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (AfDB)**-এর মতো বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে হবে যেখানে ভারত **প্রযুক্তিগত দক্ষতা** প্রদান করবে এবং বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলি অংশীদার দেশগুলিতে পাইলট প্রকল্পগুলির জন্য **প্রয়োজনীয় মূলধন** সরবরাহ করবে।

উপসংহার

NRLM এটি প্রমাণ করেছে যে, ভারত এমন কিছু তৃণমূল পর্যায়ের সমাধান (grassroots solutions) তৈরি করতে সক্ষম যা বিশ্বজুড়ে প্রয়োগযোগ্য, এবং এটি গ্রামীণ রূপান্তরকে একটি শক্তিশালী কূটনৈতিক সম্পদে (diplomatic asset) পরিণত করেছে। এই জ্ঞান-বিনিময় প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে, নতুন দিল্লি বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের একটি নতুন দৃষ্টান্ত (paradigm) স্থাপন করছে—যা সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে।

Q. The success of NRLM lies not only in poverty alleviation but in building sustainable community institutions. Critically Examine and suggest a comprehensive roadmap for its effective expansion. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1. ভারতের ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত শ্রেণি: প্রকৃত গতিশীলতা ছাড়াই প্রবৃদ্ধি

ভূমিকা

- ভারত দারিদ্র্য বিমোচনে চিত্তাকর্ষক উন্নতি করেছে এবং বিভিন্ন **লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের** (Targeted Welfare Schemes) মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রচলিত **দারিদ্র্যসীমার** (Poverty Lines) উপরে তুলে এনেছে। তবে এই অগ্রগতির আড়ালে একটি বড় সমস্যা রয়ে গেছে—অনেকেই একটি **'ভঙ্গুর মধ্যবর্তী'** (Vulnerable Middle) অবস্থানে আটকে আছেন, যারা **স্বল্প আয়, চাকরির অস্থিরতা** এবং সীমাবদ্ধ উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার সম্মুখীন।
- **বিশ্বব্যাংকের** (World Bank) সাম্প্রতিক একটি গবেষণা পত্রে শুধুমাত্র দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা গণনার পরিবর্তে, একটি **শোভন জীবনযাত্রার মান** (Decent Standard of Living) থেকে মানুষের দূরত্ব পরিমাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, যা গভীরতর অর্থনৈতিক ফাটলগুলোকে প্রকাশ্যে আনে।

প্রেক্ষাপট: দারিদ্র্য-ভিত্তিক পরিমাপের সীমাবদ্ধতা

বিশ্বব্যাংকের **নিম্ন মধ্যম-আয়ের দারিদ্র্যসীমার** (Lower Middle-Income Poverty Line) নিচে থাকা ভারতীয়দের হার এক দশক আগের **৫০%-এর বেশি থেকে কমে বর্তমানে প্রায় ৩০%-এ** দাঁড়িয়েছে। ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য, **সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর** (DBT) এবং **আর্থিক অন্তর্ভুক্তির** (Financial Inclusion) মতো কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো এতে সহায়তা করেছে। তবে, দারিদ্র্যসীমা প্রকৃত পরিস্থিতির কেবল একটি আংশিক চিত্র তুলে ধরে।

- দারিদ্র্যসীমা শুধুমাত্র এটি নির্দেশ করে যে ব্যক্তি **ন্যূনতম বেঁচে থাকার সীমা** (Minimum Survival Threshold) অতিক্রম করেছে কিনা, কিন্তু এটি সেই সীমার উপরে থাকা মানুষের **জীবনযাত্রার মান** প্রকাশ করে না। দারিদ্র্যসীমার ঠিক উপরে থাকা অনেক পরিবারই এখনও **আয়ের অস্থিরতা, স্বল্প সঞ্চয়** এবং উচ্চমাত্রার **ঝুঁকির** (Vulnerability) মধ্যে রয়েছে, যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে অত্যন্ত ভঙ্গুর করে তুলেছে।
- **বিশ্বব্যাংকের নতুন কাঠামো:** এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে বিশ্বব্যাংক গতানুগতিক **"দরিদ্র বনাম অ-দরিদ্র"** (Poor vs Non-poor) শ্রেণিবিভাগের বাইরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। তারা একটি **পর্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি** (Spectrum-based Approach) প্রস্তাব করেছে, যেখানে কল্যাণ পরিমাপ করা হবে একজন ব্যক্তি একটি **যুক্তিসঙ্গত জীবনযাত্রার মান** থেকে কতটা দূরে রয়েছেন তার ওপর ভিত্তি করে। এর ফলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ভঙ্গুরতার বিভিন্ন স্তরগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle-Income Class - MIC) **সম্পর্কে**

ভারতে **মধ্যবিত্ত শ্রেণি** (MIC)-এর কোনও একক সংজ্ঞা নেই, তবে সাধারণভাবে এটিকে এমন একটি **সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ গোষ্ঠী** হিসেবে ধরা হয় যাদের **দারিদ্র্যে পতনের ঝুঁকি কম**।

- Organisation for Economic Co-operation and Development অনুযায়ী, যাদের দৈনিক আয় **$10–$100**, তারা মধ্যবিত্ত।
- People Research on India's Consumer Economy (PRICE) অনুযায়ী, যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় **₹৫ লাখ–₹৩০ লাখ (২০২০–২১)**, তারা MIC-এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্রেণিভিত্তিক বৈশিষ্ট্য

- **নিম্ন মধ্যবিত্ত** (Lower Middle Class): এরা তাদের আয়ের বড় অংশ ব্যয় করে **স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ভোগ্যপণ্য, যানবাহন ও গৃহস্থালী সামগ্রীতে**, ফলে **সঞ্চয়ের সুযোগ কম** থাকে।
- **উচ্চ মধ্যবিত্ত** (Upper Middle Class): এরা **বিলাসবহুল ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যে (যেমন কম্পিউটার, এয়ার কন্ডিশনার)** ব্যয় করতে সক্ষম এবং তাদের **আর্থিক নমনীয়তা বেশি**।
- **বাস্তবিক দুর্বলতা** (Vulnerability): e-Shram portal-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রায় **৯৪.১১% অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকের আয় ₹১০,০০০-এর নিচে**, যা **অস্থিতিশীল আয় ও সীমিত জীবনমান উন্নতি** নির্দেশ করে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবর্তনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব

ক. অর্থনীতির ওপর প্রভাব

- **ভোগব্যয় বৃদ্ধির ইঞ্জিন:** ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তের আয় ভারতের **ভোক্তা বাজারের** (Consumer Landscape) ধরন বদলে দিচ্ছে। এটি পোশাক, যোগাযোগ এবং জীবনযাত্রার পণ্যের পেছনে ব্যয় বৃদ্ধি করছে। PRICE-এর হিসাব অনুযায়ী, ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো প্রায় **২.৭ ট্রিলিয়ন ডলার** অতিরিক্ত ভোগব্যয় পরিচালনা করবে।
- **নতুন বাজার সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা:** শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি দেশীয় ও বৈশ্বিক ব্যবসার জন্য একটি বিশাল **আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক বাজার** (Aspirational Market) হিসেবে কাজ করছে। এটি স্টার্ট-আপ এবং **ডিজিটাল পরিষেবাগুলোর** চাহিদা বাড়িয়ে উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি:** একটি স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করে, **প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা** বৃদ্ধি করে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়—যা দীর্ঘমেয়াদী **অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের** (Inclusive Development) জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক পুঁজি তৈরি করে।

খ. নগর পরিকাঠামো ও নগর উন্নয়ন

- **টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলোর বিকাশ:** মধ্যবিত্তের বর্ধিত **ক্রয়ক্ষমতা** ছোট শহরগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কেন্দ্রে পরিণত করছে, যা বড় মেগাসিটির বাইরেও রিটেইল এবং **রিয়েল এস্টেট** বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে।
- **আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক শহুরে স্থানের উত্থান:** মধ্যবিত্তের ভোগব্যয়ের ধরন ছোট শহরগুলোতে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স এবং ক্যাফে কালচারের বিস্তার ঘটিয়েছে, যা ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র বদলে দিচ্ছে।
- **আবাসিক জীবনযাত্রার লোকতন্ত্রীকরণ:** এক সময়ের অভিজাত **'গেটেড কমিউনিটি'** সংস্কৃতি এখন টিয়ার-২ শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ছে, যা মধ্যবিত্তের আবাসন সংক্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

গ. সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব

- **প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ:** গবেষণায় দেখা গেছে যে, বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণি শক্তিশালী **গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান**, উন্নত সুশাসন এবং জাতীয় স্তরে উন্নত আর্থ-সামাজিক ফলাফলের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।
- **সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন:** ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মধ্যবিত্ত সমাজ **গণতান্ত্রিক আদর্শ, বাক-স্বাধীনতা** ও নাগরিক অধিকারকে প্রাধান্য দেয়। তারা পরিবেশ সচেতনতা প্রদর্শন করে এবং নাগরিক জীবনে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি **প্রগতিশীল সামাজিক ধারা** (Progressive Social Feedback Loop) তৈরি করে।

ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক. অর্থনৈতিক ও আর্থিক চাপ

- **মুদ্রাস্ফীতির চাপ:** বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ **ব্যয়যোগ্য আয়** (Disposable Income) কমিয়ে দিচ্ছে। একটি বড় চিকিৎসা সংকট কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারকে পুনরায় দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

- **ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা:** গৃহস্থালীর আর্থিক সঞ্চয় জিডিপির **৫%-এ** নেমে এসেছে, বিপরীতে **অসুরক্ষিত ঋণ** (Unsecured Borrowing) বাড়ছে। সম্পদ তৈরির বদলে এখন সাধারণ ভোগব্যয়ের জন্য ক্রেডিট বা ঋণ ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **সুবিধা ছাড়া কর প্রদান:** মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রধান **করদাতা** (Taxpayer) হওয়া সত্ত্বেও তারা সরাসরি কোনো **সামাজিক নিরাপত্তা** বা বিশেষ প্রণোদনা পায় না, যা নিম্নবিত্তরা লক্ষ্যভিত্তিক কল্যাণের মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

খ. কাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত বাধা

- **অটোমেশনের ফলে কর্মচ্যুতি:** এআই (AI) এবং অটোমেশন ব্যাংকিং, আইটি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মধ্যবর্তী স্তরের পেশাদার চাকরিগুলোকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।
- **বেকারত্ব সংকট:** যুব বেকারত্ব (প্রায় ৪৫%) এবং স্নাতক পাস করাদের বেকারত্বের হার (প্রায় ২৯%) নির্দেশ করে যে, শিক্ষা এখন আর **উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার** (Upward Mobility) গ্যারান্টি নয়।
- **কৃষিতে বিপরীত অভিবাসন** (Reverse Migration): ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে স্থবিরতার কারণে ২০১৬-২০২১ সালের মধ্যে ২.৪ কোটি চাকরি বিলুপ্ত হয়েছে, ফলে অনেক কর্মী পুনরায় **স্বল্প-উৎপাদনশীল কৃষি কাজে** ফিরে যাচ্ছে।

গ. সামাজিক চ্যালেঞ্জ

- **মানব উন্নয়ন ঘাটতি:** ভারতে শিশুদের **শীর্ণতা** (Child Wasting) এবং **খর্বতা** (Stunting)-এর উচ্চ হার ভবিষ্যতে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর উন্নতির সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে।
- **সামাজিক সীমাবদ্ধতা: পিতৃতান্ত্রিক প্রথা** এখনও মধ্যবিত্ত নারীদের পেশাগত অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে, যা পারিবারিক আয়ের ভিত্তি সংকুচিত করে।

মধ্যবিত্তের প্রতি নীতিগত অবহেলার কারণসমূহ

- **স্বনির্ভরতার মিথ:** নীতিনির্ধারকরা মনে করেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিস্থাপক এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এটি একটি **ভুল ধারণা** (Misconception) যা পরোক্ষ কর ও মুদ্রাস্ফীতির চাপকে উপেক্ষা করে।
- **বৈচিত্র্যময় গঠন:** মধ্যবিত্ত শ্রেণি সরকারি চাকুরিজীবী থেকে শুরু করে **গিগ ওয়ার্কার** ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় এদের জন্য নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করা কঠিন।
- **রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরের অভাব:** মধ্যবিত্তরা সাধারণত সংগঠিত **চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী** (Pressure Group) হিসেবে কাজ করে না এবং তাদের ভোটদানের হারও তুলনামূলকভাবে কম।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যর্থতা:** প্রতি বছর ১.২ কোটি যুবক শ্রমবাজারে প্রবেশ করলেও পর্যাপ্ত চাকরির অভাবে তারা কৃষিতে ফিরে যাচ্ছে, যা জাতীয় উৎপাদনে (Output) মাত্র ১৮% অবদান রাখে।
- **শীর্ষে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া:** ভারতের শীর্ষ ১% মানুষ জাতীয় আয়ের ২২%-এর বেশি দখল করে রেখেছে, যা মধ্যবিত্তের উদ্বেগের প্রতি **রাজনৈতিক মনোযোগ** কমিয়ে দিচ্ছে।
- **নীতি কাঠামোতে কম প্রতিনিধিত্ব:** নীতি নির্ধারণী সংস্থাগুলো মূলত বড় ব্যবসায়ী লবি এবং গ্রামীণ নির্বাচনী স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়, ফলে মধ্যবিত্তের সমস্যাগুলো **প্রান্তিক** (Marginalised) থেকে যায়।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: প্রবৃদ্ধি ও গতিশীলতার মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপন

মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে একটি স্থায়ী **"ভঙ্গুর স্তরে"** (Vulnerable Layer) পরিণত হওয়া থেকে আটকাতে নীতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন:

- **উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** সরকারকে Make in India এবং PLI (Production Linked Incentive) প্রকল্পের মাধ্যমে **ম্যানুফ্যাকচারিং** খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে প্রতি বছর শ্রমবাজারে আসা **১.২ কোটি** মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একইসাথে ন্যূনতম মজুরি সংশোধন ও খাত-ভিত্তিক প্রণোদনার মাধ্যমে মজুরি ও উৎপাদনশীলতার সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

- **আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান জোরদার:** বর্তমানে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান **১০%-এর কম**, যা বাড়াতে হবে। এর জন্য **লেবার কোড** (Labour Codes) ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রম আইন সহজ করা, MSME খাতের প্রসার এবং e-Shram পোর্টালে নিবন্ধিত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য EPF, ESI ও স্বাস্থ্য বিমার মতো **সামাজিক নিরাপত্তা** (Social Security) নিশ্চিত করতে হবে।
- **মধ্যবিত্তের জন্য বিশেষ নীতি প্রণোদনা:** শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যয়ের ওপর **মধ্যবিত্ত-নির্দিষ্ট ট্যাক্স রিবেট** চালু করা, PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana)-এর মাধ্যমে **সাশ্রয়ী আবাসনে** ভর্তুকি দেওয়া এবং সরাসরি সুবিধা নিশ্চিত করতে শ্রমবাজারের সংস্কার প্রয়োজন।
- **উন্নত কল্যাণ পরিমাপক গ্রহণ:** NITI Aayog এবং **অর্থনৈতিক সমীক্ষায়** (Economic Survey) বিশ্বব্যাংকের **'ওয়েল-বিইং স্পেকট্রাম'** (Well-being Spectrum) মডেল গ্রহণ করতে হবে। গতানুগতিক দারিদ্র্যসীমার বাইরে গিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান ও **সামাজিক গতিশীলতা** (Mobility) পরিমাপ করতে হবে।
- **অটোমেশন ও দক্ষতার ঘাটতি মোকাবেলা:** আইটি, ব্যাংকিং ও ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের মতো **অটোমেশন-ঝুঁকিপূর্ণ** খাতগুলোর জন্য Skill India ও PMKVY-এর অধীনে দেশজুড়ে **রিস্কিলিং** (Reskilling) প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। বিশেষ নজর দিতে হবে এআই (AI) এবং গ্রিন টেকের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলোতে।
- **ঋণ হ্রাস ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি:** RBI-এর প্রচারণার মাধ্যমে **আর্থিক সাক্ষরতা** (Financial Literacy) বাড়ানো, অসুরক্ষিত ঋণের লাগাম টানা এবং দীর্ঘমেয়াদী আমানতের ওপর কর ছাড় দিয়ে সঞ্চয় উৎসাহিত করতে হবে, যাতে জিডিপির ৩৮% পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া গৃহস্থালী ঋণ কমানো যায়।

উপসংহার

ভারতের উন্নয়নকে এখন কেবল দারিদ্র্য বিমোচনের গণ্ডি পেরিয়ে একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ **মধ্যবিত্ত শ্রেণি** (Middle-income Class) গঠনে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং **উর্ধ্বমুখী গতিশীলতার** (Upward Mobility) মধ্যে সংযোগ পুনঃস্থাপন করা একটি ভঙ্গুর মধ্যবিত্তের উত্থান রোধে এবং প্রকৃত **অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের** (Sustainable Development) জন্য অপরিহার্য।

Q. India's growth story has reduced poverty but failed to ensure upward mobility. Examine in the context of the emerging 'vulnerable middle class. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video